দেনাপাওনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সংগীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। বাংলা ছোটগল্পকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। তিনি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কবিতা	:	*মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, শেষলেখা;*
উপন্যাস	:	*চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা;*
ছোটগল্প	:	*গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, গল্পসল্প;*
নাটক	:	*বিসর্জন, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, রক্তকরবী;*
প্রবন্ধ	:	*আধুনিক সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, কালান্তর, সাহিত্যের স্বরূপ;*
আত্মজীবনী	:	*জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা।*

ভূমিকা

'দেনাপাওনা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত হয়েছে। এ গল্পে তৎকালীন হিন্দু সমাজে পণপ্রথার কুফল সম্পর্কে জানা যায় এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস উপলব্ধি করা যায়। লেখক গল্পটিতে যৌতুক নামক সামাজিক ব্যাধির এক নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন, যা যৌতুক গ্রহণকারীদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দেনাপাওনা' গল্প পাঠ শেষে আপনি–

- যৌতুকপ্রথার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- নিরূপমার চরিত্র-সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- নিরূপমার বিয়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে নিরূপমা যেসব সমস্যায় পড়েছিল, তার বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরূপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামই প্রচলিত ছিল– গণেশ কার্তিক পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নিরূপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন : এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, ‘শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব।’ রায়বাহাদুর বলিলেন, ‘টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।’

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব-একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, ‘কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।’

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, ‘দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার ?’ দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, ‘শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।’

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরূপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, ‘তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা ?’ রামসুন্দর বলিলেন, ‘কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।’

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনো দিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া আর অপমান তো সহ্য হয় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, 'আহা কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।' শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, 'শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।'

এমনকি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, 'ওই ঢের হয়েছে।' অর্থাৎ, বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয়, কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়ি ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো-বা সন্তান আছে। তাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানা স্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ব কেশে, শুষ্ক মুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' রামসুন্দর বলিলেন, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই– নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমনকি, কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে, তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনুরাগ– আসক্তি; প্রীতি; সোহাগ; মমতা। **অন্তঃপুরে**– অন্দর মহলে। **আক্রোশ**– বিদ্বেষ; ক্রোধ; রোষ। ***খোঁটা***– গঞ্জনা; নিন্দা; দোষের প্রতি ইঙ্গিত। ***ঝংকার***– গুঞ্জন; বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দ। ***তুমুল***– প্রবল; ঘোরতর; ভয়ানক। ***হতোদ্যম***– নিরুদ্যম; উদ্যমহীন। ***দয়াপরতন্ত্র***– দয়ার্দ্র; দয়ার বশীভূত। ***দৈন্য***– দারিদ্র্য; অভাব। **নিত্যক্রিয়া**– দৈনন্দিন কর্ম; প্রতিদিনের কাজ। **নিরানন্দভাবে**– আনন্দ নেই এমন ভাবে; দুঃখিত চিত্তে। ***প্রতিপত্তি***– সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব। **বনেদী**–

সুপ্রতিষ্ঠিত; প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। **বন্ধক–** ঋণের জামিনস্বরূপ কোনো বস্তু জমা রাখা। ***রায়বাহাদুর–*** ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাব; রাজার মতো সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী ব্যক্তি।

সারসংক্ষেপ :

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিরূপমার বিয়ে হয়েছিল বড় ঘরে। দশ হাজার টাকা পণ এবং আরো বহু সামগ্রী দেওয়ার কথা ছিল। নিরূপমার বাবা টাকার জোগাড় করতে পারেননি। হবু বরের দৃঢ়তায় কোনোমতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু পণের টাকা বেশিরভাগ বাকি থাকায় শ্বশুরবাড়িতে নিরূপমার অনাদর-অবহেলার সীমা ছিল না। বাপের বাড়ি যেতে দেওয়া দূরের কথা, তাকে বাবার সাথে ঠিকমতো দেখাও করতে দিত না। তার বাবা টাকা জোগাড় করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু অতগুলো টাকা সংগ্রহের কোনো উপায় ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯১২ খ. ১৯১৩ গ. ১৯১৪ ঘ. ১৯১৫

২. 'ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।' এখানে ইতিহাস হলো–
ক. ক্ষতি স্বীকার করা খ. তিন হাজার টাকা সংগ্রহ
গ. দায়মুক্তির জন্য চেষ্টা ঘ. ঋণ করে খাওয়ানো

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাপ যেমনি মেয়ের চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। আমার শ্বশুর মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

৩. উদ্দীপকের বাবা চরিত্রে 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন ছবিটি ফুটে উঠেছে?
ক. বাৎসল্য খ. পণের অভাব গ. সন্তানের কষ্ট ঘ. বাবার সুখ

৪. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা 'দেনাপাওনা' গল্পের বাক্য হচ্ছে–
i. সংসারের খরচ আর চলে না।
ii. কন্যার সাক্ষাৎ লাভে বাপের বুক ফাটে।
iii. বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছেলের বিয়েতে পণ আদায়কারীদের জঘন্য মানসিকতার বিবরণ দিতে পারবেন;
- পণপ্রথার ভয়াবহ পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নোট-কখানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার অদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন; নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; শহরে একটা নতুন ব্যামো আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন;

অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, 'হাঁ হাঁ, বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই, কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।' এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, 'থাক, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারও মুখে আসে না – কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সেসকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'সে এখন হচ্ছে না।' এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিত হস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরূপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল– তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি –'। খুব একটা শক্তরকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, 'দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস ?' বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনি আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন এবং সে সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তার পরে রামসুন্দর কহিলেন, 'এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোনো গোল নাই।'

এমন সময় রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তাঁহার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, 'বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?'

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, 'তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?' রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায় তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, 'দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?' নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া কহিল, 'পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?'

নিরূপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, 'বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।'

রামসুন্দর বলিলেন, 'ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তাহলে তোর বাপের অপমান, আর তোরও অপমান।'

নিরূ কহিল, 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম ! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তাছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।'

রামসুন্দর কহিলেন, 'তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।'

নিরূপমা কহিল, 'না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।'

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরূপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এ দিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন তবে শাশুড়ি বলিতেন, 'নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা! গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।' কখনো-বা বলিতেন, 'দেখো-না একবার, ছিরি হচ্ছে, দেখো না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, 'ওর সমস্ত ন্যাকামি।' অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িতে বলিল, 'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।'

শাশুড়ি বলিলেন, 'কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।'

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না– যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়ো বউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটি খ্যাতি রটিয়া গেল– এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনও দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব, এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময়, তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, 'আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।' রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, 'বাবা তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।'

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া– মৃতের সৎকার; অন্তিম অনুষ্ঠান। *আজগুবি–* অদ্ভুত; অবিশ্বাস্য। **ছল–** ছলনা। **দ্বাররক্ষী–** দারোয়ান; দরজায় পাহারারত কর্মচারী। **নতশির–** মাথা নিচু করেছে এমন, বিনয়ী। *পঞ্জর–* পাঁজর, বুকের হাড়ের খাঁচা। **প্রতিপত্তি–** সম্মান, মর্যাদা; প্রভাব। *বন্দোবস্ত–* ব্যবস্থা; আয়োজন। **ব্যামো–** ব্যাধি। **মর্মাহত–** মনে আঘাত পাওয়া। **রুষ্ট–** রাগান্বিত; ক্রুদ্ধ। *শরশয্যা–* মৃত্যুশয্যা। **সমারোহ–** জাঁকজমক; ঘটা। *সরোদনে–* কেঁদে কেঁদে। *স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ–* কৌতুহলবশত দুয়ারে কান পেতে যে অন্যের কথা শোনে।

সারসংক্ষেপ :

পণের টাকা বাকি ছিল ছয়-সাত হাজার। নিরূপমার বাবা রামসুন্দর অতি কষ্টে তিন হাজার টাকা জোগাড় করে কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গেলেন। শ্বশুর সে টাকা গ্রহণ করলেন না। বরং তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মরিয়া হয়ে রামসুন্দর বসতবাড়ি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করলেন। কিন্তু বেঁকে বসল নিরূপমা। সে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে বাবাকে ফেরত পাঠাল। একথা শ্বশুরবাড়িতে জানাজানি হলে নিরূপমার উপর অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠল। শেষে অনাদরে-অবহেলায় ও পীড়ায় নিরূপমার মৃত্যু হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অবশ্য মহাসমারোহে তার সৎকার ও শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. রামসুন্দর বিয়াই বাড়িতে কয়টি নোট এনেছিলেন?
ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৬. 'শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা একেবারে নাই' –একথা বলার কারণ কী?
ক. বাবার অমতে বিয়ে করা খ. পণের টাকা নিতে রাজি না হওয়া
গ. মুখে মুখে কথা বলা ঘ. ধর্মীয় প্রথা না মানা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্যাকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।" শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।" মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

৭. উদ্দীপকের মামার সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক. শম্ভুনাথ খ. রায়বাহাদুর গ. রামসুন্দর ঘ. বিশ্বনাথ

৮. এই সাদৃশ্যের কারণ নিহিত রয়েছে–
i. মানসিকতায় ii. শিক্ষায় iii. অর্থলিপ্সায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন :

৯. ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ.বারীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. 'দেনাপাওনা' গল্পের অন্তর্নিহিত সুরটি কী?
ক. পুরুষতান্ত্রিকতা খ. নারী নির্যাতন গ. যৌতুকের ভয়াবহতা ঘ. কৌলীন্যপ্রথা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অরুণিমা বাপের বাড়ি থেকে লাখ টাকা আনতে পারেনি। তাই শ্বশুর বাড়িতে তার গঞ্জনার শেষ নেই। এমনকি ভরণ-পোষণেও সে অবহেলার শিকার। পড়শিরা যদি কেউ কিছু বলে অমনি শাশুড়ি মুখ ঝামটা মেরে বলে– 'ওই ঢের হয়েছে।'

১১. উদ্দীপকের অরুণিমার মধ্য দিয়ে ‘দেনাপাওনা’ গল্পে যার কথা বলা হয়েছে−

ক. নিরূপমা খ. অনুপমা গ. নিরূপমার মা ঘ. অনুপমার মা

১২. উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ‘দেনাপাওনা’ গল্পের শাশুড়ির−

i. কটাক্ষ ii. নিষ্ঠুরতা iii. স্নেহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বিপাশার বিয়ে হয় প্রমথর সঙ্গে। কিন্তু প্রমথ বেকার। বিয়ের পর হতে অনেক দিন ধরে জামাইয়ের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছেন বিপাশার বাবা। এভাবে অনেক কটি বছর কেটে গেছে। একদিন সরকারি চাকরি পায় প্রমথ। চাকরিতে যোগ দিয়েই প্রমথ শ্বশুরের নিকট যৌতুক দাবি করে। প্রমথর বাবা বলেন, “আমার সরকারি চাকুরে সোনার ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দিলে বৌয়ের শরীর সোনায় ভরিয়ে দেবে।” বিপাশা শিক্ষিত মেয়ে। অপমান সহ্য করতে পারে না সে। তাই ভবিষ্যৎ জীবনকে নিজে গড়ার অভিপ্রায়ে সে স্বামীর ঘর ছেড়ে নেমে আসে পৃথিবীর পথে।

ক. নিরূপমার বিয়েতে বরপক্ষ কত টাকার পণ চেয়েছিল?

খ. ‘বিবাহ এক প্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।’ −কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘দেনাপাওনা’ গল্পের যে বিষয়টিতে সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. “নিরূপমা প্রথার নিকট সমর্পিত কিন্তু বিপাশা আত্মসচেতন ও দ্রোহী এক নারী প্রতিমা।” −উদ্দীপক ও ‘দেনাপাওনা’ গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্ত বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

ক. কোথায় রামসুন্দরের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না?

খ. বিবাহ সভায় তুমুল গোলযোগ বেঁধে গেল কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘দেনাপাওনা’ গল্পের অমিলগুলো আলোচনা করুন।

ঘ. “দেনাপাওনা’ গল্পের সামাজিক সমস্যা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে।” −মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. নিরূপমার বিয়েতে বরপক্ষ দশহাজার টাকা পণ চেয়েছিল।

খ. পাত্র পিতার অবাধ্য হয়ে বিয়ে করার দৃঢ়তা প্রকাশ করায় রায়বাহাদুর নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন বলে বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হল। নিরূপমার বিয়েতে রায়বাহাদুর পণের দশ হাজার টাকা হাতে না পেলে বরকে বিবাহ আসরে না আনার জন্যে দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। বর সহসা পিতার অবাধ্য হয়ে বলে উঠল, ‘কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব’। ফলে রায়বাহাদুর হতোদ্যম হয়ে বসে রইলেন। বিবাহ এক প্রকার নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হল।

গ. ‘দেনাপাওনা’ গল্পে বর্ণিত যৌতুকপ্রথার নিস্পেষণের দিকটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যৌতুকপ্রথা প্রতিটি সমাজেই একটি নিন্দনীয় দিক। যৌতুকপ্রথার অভিশাপে সমাজে অনেক নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যৌতুকপ্রথা নারীকে অবদমিত করে। উপরন্তু যৌতুকপ্রথা সমাজের মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়। উদ্দীপকে বিপাশা ও ‘দেনাপাওনা’ গল্পে নিরূপমা এমনই এক অমানবিক প্রথার শিকার।

‘দেনাপাওনা’ গল্পে যৌতুকপ্রথার ভয়াবহতার শিকার নিরূপমা ও তার বাবার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রামসুন্দর তার আদরের একমাত্র কন্যা নিরূপমাকে প্রভাবশালী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের সাথে বিয়ে দেন। বিবাহের সময়

রায়বাহাদুর দশহাজার টাকা নগদসহ অন্যান্য সামগ্রী যৌতুক হিসেবে দাবি করেন। এতে কন্যার বাবা রাজি হন। কিন্তু বিয়ের সময় নগদ অর্থ কিছু বাকি পড়ে যায়। ফলে শুরু হয় নিরূপমার উপর মানসিক নির্যাতন। নিরূপমার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় গল্পটির কাহিনি। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের বিপাশাও পণপ্রথার শিকার হয়েছে। বিপাশার শিক্ষিত বেকার স্বামী সরকারি চাকরি পাওয়ায় তার স্বামী ও শ্বশুর যৌতুক দাবি করে। পীড়নের শিকার হয় বিপাশা। শ্বশুরবাড়িতে মানসিক পীড়নের কারণে একসময় তাকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়। বস্তুত যৌতুকপ্রথার ভয়াবহ ও অমানবিক নির্যাতনের দিকটিই উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ. উদ্দীপকে বিপাশা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজছে।
আমাদের দেশে যৌতুকপ্রথার শিকার হয় অসংখ্য নারী। অনেক সময় তারা পিতার দরিদ্রতা ও শ্বশুরবাড়ির ভয়াবহ নির্যাতনের কারণে পরিবারে অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে এদেশের নিরূপায় গৃহবধূরা আত্মবিসর্জনের সহজ পথটি বেছে নেয়। তবুও এই সমাজ ও সংস্কৃতিতে যৌতুকপ্রথার অপ্রতিরোধ্য গতি রুদ্ধ হয় না ।
'দেনাপওনা' গল্পে রামসুন্দর কন্যাবৎসল পিতা। যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুর বাড়িতে কন্যার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তাকে সর্বদা পীড়িত করত। তাই সে বাড়ি বিক্রি করে যৌতুকের টাকা জোগাড় করে। নিরূপমা পিতার অপমান ও সর্বস্বান্ত অবস্থা সহ্য করতে না পেরে আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে উদ্দীপকে বিপাশার বিয়ে হয় শিক্ষিত বেকার যুবক প্রমথের সাথে। সরকারি চাকরি পাওয়ার পর বেঁকে বসে প্রমথ ও তার পরিবার। যৌতুকের দাবিতে প্রমথ অতিষ্ঠ করে তোলে বিপাশা ও তার পরিবারকে। কিন্তু পরিণতিতে নিরূপমার মতো বিপাশা আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয় না। বিপাশা আত্মপ্রত্যয়ী নারী। সে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। একসময় সে স্বামীর ঘরও ছেড়ে দেয়।
উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পে বিপাশা ও নিরূপমা যৌতুক প্রথার নিষ্ঠুরতার শিকার। আমাদের সমাজে তারা চরম অসহায় অবস্থায় নিপতিত। তারা না পারে যৌতুকের ব্যবস্থা করতে, না পারে প্রতিবাদ করতে, না পারে পরিবারের দুঃখ দূর করতে। তারা শুধু পারে আত্মবলি দিতে। দিতে পারাটাই যেন মুক্তির একমাত্র পথ। এভাবে 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমা মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে আত্মবির্সজনের পথ বেছে নেয়। সে নিজেকে পণপ্রথার নিকট সমর্পণ করে। কিন্তু উদ্দীপকের বিপাশা ভিন্ন ধাতুতে গড়া নারী। সে প্রচলিত পণপ্রথাকে ঘৃণা করেছে। শ্বশুরবাড়ির মানসিক নিপীড়নকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পৃথিবীর পথে নেমে এসেছে। বিপাশা নিজের ভবিষ্যৎকে নিজে গড়ার স্বপ্ন দেখেছে। অতএব বলা যায়, 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা সামাজিক প্রথার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে; কিন্তু বিপাশা প্রথার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেনি। সে পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিজের প্রত্যয়ী অবস্থানকে তুলে ধরেছে। সমাজে প্রচলিত অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন না হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবাতো ভাল করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাহার বেহাই একদা তাহাকে বার বার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

ক. 'রায় বাহাদুর' কাদের বলা হত?
খ. 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' –কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের শ্বশুর 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? – ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "'দেনাপাওনা' গল্পের রামসুন্দর মিত্র যেন উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটিকেই তুলে ধরেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. গ ৭. খ ৮. ঘ ৯. ক ১০. গ ১১. ক ১২. খ